আলমডাঙ্গায় বউ না আসায় অভিমানে যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নিখোঁজের তিনদিন পর যুবকের ঝুঁ◌ঁলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টার দিকে স্থানীয়রা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে অর্ধগলিত ঝুঁলন্ত লাশ দেখতে পায়।

স্থানীয় তিয়রবিলা ফাঁড়িপুলিশকে খবর দিলে যুবকের ঝুঁলন্ত লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক তরিকুল ইসলাম (২০) তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লাল, আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম, পরিদর্শক ওসি (অপারেশন) একরামুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (২০)। গত ১ মাস পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর সম্ভুপুর গ্রামের অন্তরার সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহের ফিরিনি শেষে তরিকুল বাড়িতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে আনতে গেলে সে আসবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। পূণরায় তরিকুলের পিতা আবারো তার ছেলের বউকে আনতে গেলে সে আসবে বলে জানায়।

বউ আসবে না এমন ক্ষোভে গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হয় তরিকুল।সে রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে।

গত ৩ দিন পার হলেও তরিকুলের খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার বিকেল ৫ টায় তিয়রবিলা গ্রামের প্রতিবেশী আব্দুল আজিজ মাঠে ঘাস কাটতে যায়। এসময় আজিজ ভাটুই নদীর পাশে পৌছালে দুর্গন্ধ পেতে থাকে। হঠাৎ সে ভাটুই নদীর পাশের তেঁতুল গাছে অর্ধগলিত যুবকের মরদেহটি দেখতে পায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে লাশ সনাক্তের চেষ্টা করে।

লাশ কেউ চিনতে না পারায় তরিকুলের মা লাশটি দেখে তার ছেলে বলে দাবি করে নিশ্চিত করে। খবর পেয়ে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টায় সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে

পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বিয়ে কেন্দ্রীক অভিমানে আত্নহত্যার ঘটনা হতে পারে। তদন্ত অনুযায়ী ঘটনার আসল কারণ জানাযাবে।

দর্শনা কেরু ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করলেন বিমান ও পর্যটক মন্ত্রণালয়ের সচিব

দর্শনা কেরু ও আন্তজার্তিক চেকপোস্ট দর্শনা পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিবসহ তিন সদস্যর একটি প্রতিনিধি দল।

গতকাল শুক্রবার বিকালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কেরুর ডিস্টিলারি বিভাগ ও দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন।

পুলিশ জানায় ঐদিন বিকাল সাড়ে চারটার দিকে প্রতিনিধিদল সরাসরি কেরুর লাভ জনক প্রতিস্ঠান ডিস্টিলারির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখার পর দর্শনা চেক পোস্টে যান।পরিদর্শন শেষে বিকাল পাঁচটার দিকে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে দর্শনা ত্যাগ করেন।

এ সময় অতিরিক্ত সচিব ও বিটিভি সিও আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের,পর্যটক চেয়ারম্যান আলি কদর,চুয়াডাঙা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান চুয়াডাঙ্গার নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট তারিকুজ্জামান, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির এম ডি মোঃ মোশারফ হোসেন, মহা ব্যাবস্হাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহা ব্যা্বস্হাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির উপস্হিত

ছিলেন ও দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ আবু নাইম।

দামুড়হুদাতে মোবাইল আসক্ত সন্তান, দিশেহারা অভিভাবকরা

করোনা মহামারির কারণে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে চলছে অনলাইনে লেখাপড়া। ওই সুযোগে অভিভাবকের উদাসীনতায় অনলাইনের অবাধ ব্যবহারে উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রি ফায়ার বা পাবজি নামক গেম আসক্তিতে।

এসব গেম যুব সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় ধীরে ধীরে তাদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যয়বহুল এই গেমস হয়ে উঠেছে বই বিমুখ ছাত্রদের অবসর বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু।

এখন অভিভাবকদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের গেমে আসক্তদের খাওয়া-ঘুম তো নেই-ই বরং তাদের সময় নেই কারোর সঙ্গে গল্প বা কথা বলার। এভাবে দিন দিন বর্তমান যুব সমাজের তরুণ তরণীরা প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে।

এসব খেলার এক একটা চরিত্র কিনতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় তাদের। এই অর্থ তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করে তা নিয়েও আতঙ্কিত অনেক অভিভাবক।

ছোট বাচ্চারা বাবা-মার কাছে জেদ ধরে টাকা আদায় করে। না দিলে আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটাচ্ছে হরহামেশাই। মায়ের সঙ্গে অনেকের বাগবিতন্ডার জেরে মারামারি বা অন্য ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, ‘অনেক ছেলে-মেয়েরা অনলাইন ক্লাসের নাম করে নতুন মোবাইল কিনেছে। কিন্তু ক্লাসে তাদের বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। ’

একজন কলেজ শিক্ষক বলেন, এভাবে চলতে দেওয়াটা ভালো ফল বয়ে আনবে না। দেশ, সমাজ, জাতি অতিদ্রত ধ্বংসের কবলে পড়তে যাচ্ছে। ব্লু- হোয়েলের মতো ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার আগেই এই খেলা বন্ধ করা দরকার। সরকারের উচিত এই ব্যাপারেটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

আরিফুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, অনেক সময় পিতামাতা বা অভিভাবকদের উদাসীনতায় এব তাদের প্রতি খেয়াল না রাখায় সন্তানেরা ঝরে পড়ছে।

তিনি বলেন, দামুড়হুদায় ইদানীং নিজেরা একটু ফ্রি থাকার জন্য, সন্তানদের শাষণ-বারণ ভুলে গিয়ে পিতামাতা তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্ট ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি।

রাসেল আহম্মেদ নামের এক শিক্ষক বলেন, বাচ্চারা এখন ফ্রি-ফায়ার, পাবজি’র মত গেইম খেলে। অনেক বাবা-মা তার সন্তানকে নিয়ে সাফাই গেয়ে বলেন, ছেলেটা মোবাইল হাতে না দিলে কিছুই খায়না। তাই বাচ্চারা এখন স্মার্ট ফোনে ফ্রি-ফায়ার অথবা মোটু-পাতলু,কার্টুন নিয়ে ব্যাস্ত। ভার্চুয়াল জগৎ অপ্রাপ্তবয়সের একটা শ্রেণীকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছে।

ক্রিকেট ফুটবল খেলার মাঠগুলো এখন খা খা করছে। কোন খেলোয়াড় নেই। খেলার মাঠগুলো’র চাইতে বাঁশবাগান, কলাবাগান আর ঝোপঝাড়ের মধ্যো শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এ যেন মূল্যবোধ এর চরম অবক্ষয় পরিশেষে পিতামাতা,পরিবার,সরকার এবং প্রশাসন এর উচিত এই অবক্ষয়ের দিকে জোর নজরদারী করা এবং সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে জয়রামপুর গ্রামের আজাদ আলী বলেন, আমার ছেলে রাত দিন ২৪ ঘন্টা মোবাইল গেমস নিয়ে পড়ে থাকে। এজন্য তাকে অনেক মারধর করেছি। তাতে কোনো লাভ হয়নি। কিছু বলতে গেলে বাড়ি থেকে চলে যায়। তিনি আরো বলেন আপনারা সাংবাদিক প্রশাসনের বলে একটু ভয়ভীতি দেখিয়ে ভালো করার ব্যবস্থা করেন।

জয়রামপুর কাঁঠাল তলার অভিভাবক আব্দুল সামাদ বলেন, আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে আর স্কুলে যায় না। সব সময় মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে পড়ে থাকে। কিছু বললে সে এখন আত্মহত্যার হুমকি দেই। এখন এই ভয়ে আর কিছু বলতে পারিনা।

এই বিষয়ে ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক আকবর আলি বলেন, আমার কাছে অনেক জন ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমস খেলার বিষয়ে বলেছে। আমি স্কুলে যাওয়ার পথেও আমার স্কুলের ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে খেলা করতে দেখেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী আইন শৃঙ্খলা মিটিং এ এই বিষয়ে উপস্থাপনা করবো। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ের মা

সমাবেশ অনুষ্ঠানেও সকল অভিভাবকদের এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে মাদক সেবনকারী আসাদ আটক

দামুড়হুদার ছোটদুধপাতিলা গ্রামে থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান আসাদ(৫০) নামের এক মাদক সেবনকারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডুগডুগির রাজু ও দর্শনার আলিহীম। একই সময় ডুগডুগি মাঠে জুয়া খেলারত জুয়াড়িরাও পালিয়ে যায়।

থানা পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশনায় থানার এসআই আল মামুন, এসআই সোয়াদ বিন মোবারক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর অবস্থান নেন। এসময় মাঠ থেকে মাদকদ্রব্য সেবনের পর রাস্তার উপর উঠার সময় পুলিশের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির চাঁদ মল্লিকের ছেলে ভূষিমাল ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান আসাদ (৫০)।

পুলিশ তার পিছে পিছে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন। পরে মাদকদ্রব্য সেবনের কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন। পরে মাদকের আলামত সনাক্তকরণে নেওয়া হয় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাকে রেফার্ড করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকের মাধ্যমে আসাদুজ্জামান আসাদের ড্রোপ টেস্ট শেষ করে আবারও নেয়া হয় দামুড়হুদা থানায়।

এদিকে, স্থানীয়রা ও নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন জুয়াড়ি বলেছেন, আসাদুজ্জামান আসাদ গতকালই না প্রতিনিয়তই জুয়া খেলতে আসে ডুগডুগি ও ছোটদুধপাতিলা মাঠে। সেখানে জুয়ার আসর বসার আগেই নিয়মিত বসে মাদকের আসর। মাদকদ্রব্য সেবনের পর বিভিন্ন এলাকা থেকে জুয়াড়ীদের আগমনে জমে উঠে জুয়ার আসর। ওই এলাকার জুয়া ও মাদকের আসরের নেতৃত্বদেন ডুগডুগি গ্রামের রাজু, দর্শনার আলিহীম।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় ডুগডুগি মাঠ থেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর থেকে আসাদুজ্জামান আসাদ কে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে নিয়ে তার ড্রোপ ট্রেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গাপৃজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে দামুড়হুদা শ্রী শ্রী মাতৃ মন্দির কমিটির আয়োজনে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দিক নির্দেশনা মূলক বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়।

উক্ত মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা কমিটির সভাপতি শ্রী আনন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জগবন্ধু ধর, শ্রী শান্তিপদ বিশ্বাস, সঞ্জয় হালদার শোভন দাস,নারায়ন চন্দ্র পাল,বিকাশ কুমার বিশ্বাস,মত বিনিময় সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম,

ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

দামুড়হুদায় সাংবাদিক লাঞ্চিত ও নির্যাতনের ঘটনায় কলম বিরতির হুশিয়ারী

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের বিরুদ্ধে সাংবাদিক শামীম রেজাকে লাঞ্চিত ও অবরুদ্ধ করে নির্যাতনের ঘটনায় অনিদৃষ্ট কালের জন্য কলম বিরতির হুশিয়ারি দিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা।

আজ বুধবার সকালে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিঅনুযায়ী সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির নেতারা এ হুশিয়ারি দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরালের সামনে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে অভিযুক্ত দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অপসারণের

দাবী করে আগামী একসপ্তাহর সময় বেধে দিয়ে অনিদৃষ্ট কালের কলম বিরতির হুশিয়ারি দেন সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক এম নুরুন্নবী ও যুগ্ন আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ, চঞ্চল মেহমুদ, মোজাম্মেল শিশির, শমশের আলী, মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, শামীম রেজা, মোস্তাফিজ কচি, জাহাঙ্গীর আলম, মেহেদী হাসান মিলন । আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রকিবুল হাসান তোতা, বিল্লাল হোসেন, আরিফুল ইসলাম মিলন, হাতেম আলী প্রমুখ।

কর্মসূচিতে সাংবাদিক নেতারা বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা না হলে পরবর্তীতে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সকল প্রকার সংবাদ বর্জন করা হবে।

ইতোমধ্যে ওই কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ তদন্ত শেষ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় হোটেল মালিককে জরিমানা ও ৩ দিন সাময়িক বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পচা মসলা দিয়ে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে চুয়াডাঙ্গা শহরের আলোচিত নিউ আল আমিন হোটেলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে একই সাথে হোটেলটি ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। একই অভিযানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মানায় চুয়াডাঙ্গা শহতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিউ আল আমিন হোটেল। তাদের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের অভিযোগের শেষ নেই। এর আগেও একাধিকবার সেখানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে শতর্ক করা হয়েছে। বারবার শতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠান মালিক একইভাবে তাদের হোটেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব-৬’র একটি টিমকে সাথে নিয়ে নিউ আল আমিন হোটেলে অভিযান চালানো হয়। ওই হোটেল থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা উদ্ধার করা হয়। যা দিয়ে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিল। ওই হোটেলের রান্না ঘরের পরিবেশ নোংরা। সেখানে বসেই রাধুনিরা খাবার তৈরী করছিলো। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এনামুল হককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই ৩দিন সময়ের মধ্যে নিউ আল আমিন হোটেলের পরিবেশ ঠিক করতে না পারলে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

এদিকে, একই অভিযানিক টিম চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীতে অভিযান চালায়। সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মেনে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় প্রতিষ্ঠান মালিকে সাইদুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।অভিযান পরিচালনায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতায় ছিলেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি চৌকস দল।

ফিরে পেলেন ৯টি মোবাইল ফোন ও

বিকাশের ৮২ হাজার টাকা

চুয়াডাঙ্গা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও খোয়া যাওয়া বিকাশের টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন তার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোনের মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত এসব মোবাইল ফোন তুলে দেন।

৯ জন মোবাইল ফোন মালিকের হাতে ৯ টি অ্যন্ড্রয়েড ফোন ও বিকাশ গ্রাহকদের হাতে উদ্ধারকৃত ৮২ হাজার টাকা তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল।

ফোন হাতে পেয়ে হারানো ফোনের মালিক জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের রিপন আলী বলেন, মোবাইল ফোনটি পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। শখের মোবাইল ফোনটি পুলিশ সুপার ও সাইবার টিমের আন্তরিকতায় দ্রুত ফিরে পাবো ভাবতে পারছিনা। আমি অভিনন্দন ও ভালবাসা জানাচ্ছি পুলিশ সুপার ও সাইবার টিমকে।।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিক-নির্দেশনায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল জেলায় ধারাবাহিক সাফল্য ও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, বিকাশ, নগদ, রকেট প্রতারণা, মোবাইল উদ্ধার, অনলাইন প্রতারণাসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার শিকার ও ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন আইনগত পরামর্শ ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবাদান করে চলেছে।

বিভিন্ন স্কুল- কলেজের উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও চ্যাটিং অ্যাপসসমূহের সঠিক ব্যবহার, হয়রানির শিকার হলে দ্রুত সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সাথ যোগাযোগ ও আইনী সেবা গ্রহণসহ অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[